The Daily Star | Special Supplement | May 1, 1998 | অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা ঃ এ্যাড এম্পায়ার

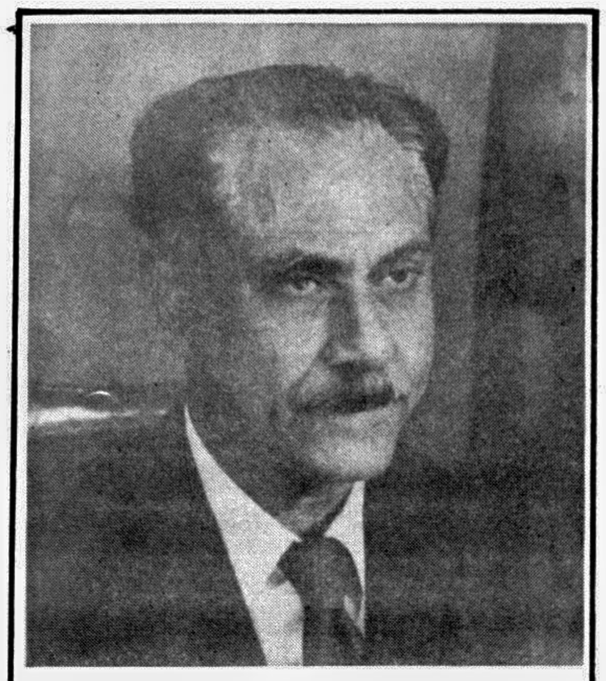

বাণী

শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে মে দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধ জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের শপথ নিতে হবে উন্নয়নের স্বপক্ষে, যার ভিত্তি হবে অধিক উৎপাদন এবং পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক মান অর্জন। এজন্য গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিমূলক পরিবেশে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে।

ঐতিহাসিক মে দিবসের প্রেরণায় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ফলপ্রসূ হোক, এ কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত

এম এ এস তালুকদার
শ্রম পরিচালক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতীক। শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত ও স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামের শপথ নেয়ার দিন আজ। সাথে সাথে আমরাও বিশ্বাস করি, শ্রমিক সমাজের সমৃদ্ধ জীবন ও পারিবারিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলে-কারখানায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মে দিবস একটি চেতনা/একটি প্রেরণা।

মানবজাতির কোন পর্যায়ে কিছু মানুষ নিজেদের সুখ-শান্তির জন্য মানুষকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করাতে শুরু করে, তা সঠিক করে বলা মুশকিল। তবে এটা অনুমান করা যায় যে, মানুষ যখন গোষ্ঠী কিংবা গোত্র হিসেবে সমাজে বসবাস করতে শুরু করে এবং একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ যাত্রায় জয়লাভ করে, তখন তারা বিজিত দেশের সাথে নাগরিকদেরও প্রভু হয়ে উঠে। এসব নাগরিকদের হত্যা করে তাদের শ্রমকে অর্থনৈতিক কারণে কাজে লাগাতে শুরু করে। এরই ফলে সৃষ্টি হয় দাস-প্রথা। কালে কালে সমাজের বিবর্তনে মানুষের শুভ চেতনার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু শিল্প উন্নয়নের খাতিরে আগেকার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটা বর্তমানে শ্রেণী সম্পর্কের পর্যায়ে পরিণত হয়। সম্পর্কটা এখানে আসলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক।

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হলেও শ্রমিক ও মালিক এখানে প্রগতিশীল। এটা কিন্তু আমাদের গর্ব। দেশের শিল্পায়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নানাবিধ সমস্যা নিহিত আছে। বিরোধ আছে। শিল্পে বিরোধ থাকবে, এটা নতুন কথা নয়। আর এ বিরোধের সৃষ্টি হলে তারও যে নিরসন সম্ভব নয়, সেটাও কোনো কাজের কথা নয়। আসলে, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই সমঝোতা হওয়া সম্ভব। শ্রম-ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা সম্পর্কিত স্কীম চালুর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি, প্রভাব ও জ্ঞান এবং শ্রমিকের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞাকে একটি সুনির্দিষ্ট কল্যাণমুখী উদ্দেশ্যে পরিচালনা করতে পারলে তার সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর এ সুফলের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সুষ্ঠ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক যার ফলে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। কর্মপরিবেশের উন্নতি হয়। শ্রম কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির প্রসার ঘটে। সর্বোপরি, শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, একজন অনিচ্ছুক মালিকের কাছ থেকে পাওয়া কিছু অধিকার শ্রমিকেরা সব সময়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ নাও করতে পারে। কিন্তু একজন আগ্রহী মালিকের নিকট থেকে স্বেচ্ছায় পাওয়া কোনো অধিকারের অমর্যাদা শ্রমিকেরা কখনও করে না। বরং সে অধিকারের বিনিময়ে তারা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, মুরুব্বীর দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই সব কিছু নির্ভর করে। যে মালিক শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে বুঝতে চেষ্টা করে, তাদের সুখে-দুঃখে অংশীদার হতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সর্বোপরি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্রমিকরা যে শ্রম দেয় তার সঠিক মূল্যায়ন করে, সে মালিকের প্রতিষ্ঠানে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। আর যদিও বা তার কখনো উত্থাপন হয়, তাও সমঝোতার মাধ্যমে নিরসন করা মোটেও কষ্টকর নয়। তাই সুষ্ঠ শিল্প সম্পর্কের বিকল্প নেই।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, শিল্প ও কৃষি সেক্টরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হারের সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি জড়িত। উৎপাদনশীলতা শব্দটা আজকাল হরহামেশাই ব্যবহার করা হচ্ছে। কলে-কারখানায় কাজের কথা উঠলে, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উৎপাদনশীলতার কথা বলেন। শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণের সময়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়টা বড় হয়ে দেখা দেয়। সরকারও উৎপাদনশীলতার কথা বলেন। মোট কথা, অর্থনৈতিক যে কোনো সমস্যা আলোচনার সময় উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়ে যায়, তা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা আমাদের থাকুক বা না-ই থাকুক।

বর্ধিত উৎপাদনশীলতা স্বনির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের একমাত্র উপায়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুফল অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে, অন্যান্যদের মধ্যে, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং রাজনৈতিকভাবে দেশ স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারে। দেশের শ্রম ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠ শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অপরিহার্যতা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে এই সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়? অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মেনে চলতে পারলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এগুলো হচ্ছেঃ ক) স্বেচ্ছামূলকভাবে সহযোগিতার উন্নয়ন, (খ) প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সহযোগিতা প্রসারের নীতি ও জাতীয় পর্যায়ের পক্ষ সমূহের (যেমন-সরকার, মালিক ও শ্রমিক ফেডারেশন) স্বীকৃত ও প্রয়োজনীয় অবদান, (গ) ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যাধিক্যের হ্রাস, (ঘ) মালিকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, (ঙ) শ্রমিক শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, (চ) চাকুরির নিরাপত্তা রক্ষা করা, (ছ) প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের শ্রমিকদের অংশিদারিত্ব এবং (জ) ইনসেনটিভ স্কীম।

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইএলও'র কতিপয় রিকমেন্ডেশন রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ (ক) প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সহযোগিতা, ১৯৫২ (নং-৯৪), (খ) পরামর্শ (শিল্প ও জাতীয় পর্যায়), ১৯৬০ (নং-১১৩), (গ) প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যোগাযোগ, ১৯৬৭ (নং-১২৯), (ঘ) নিরসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ সমূহের

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ১৯৬৭ (নং-১৩০) ও (ঙ) শ্রমিকদের প্রতিনিধিবৃন্দ রিকমেন্ডেশন, ১৯৭১ (নং-১৩৫)।

মে দিবসের চেতনাকে সমুন্নত রেখে শ্রমিক সমাজ তথা দেশ ও জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখিত রিকমেন্ডেশনগুলো কার্যকরভাবে মেনে চলা অসম্ভব কিছু নয়। প্রয়োজন কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের। এ ছাড়া, বহুজাতিক এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পাদিত পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক কিংবা চুক্তি পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে নিয়মিতভাবে পরামর্শ করার বিধান যে কোন সহযোগিতা স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে মে দিবস পালনের মধ্যে দিয়েই দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। মে দিবসের চেতনাকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবে রূপান্তরিত করে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও কল্যাণমুখী করতে পারলেই আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সোপান আরো দৃঢ়তর হবে। তবে এর জন্য উৎপাদনের সাথে জড়িত সকল পক্ষের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্মপ্রত্যয় থাকতে হবে। দলমত নির্বিশেষে এ ভূমিকা আমাদের অবশ্যই রাখা কর্তব্য।

> ক্ষেত খামার, কারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন, সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে– সোনার বাংলা আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।
>
> — বঙ্গবন্ধু
>
> (১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে সংগৃহীত)

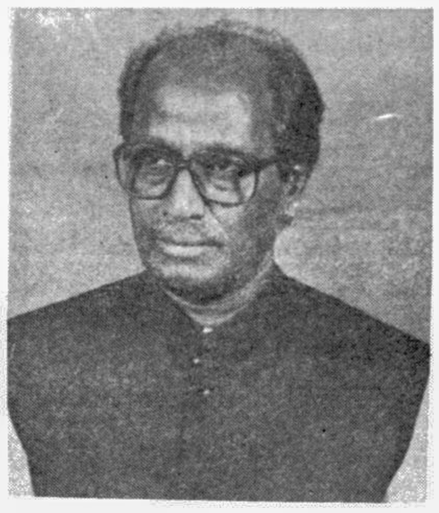

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক দিন। ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশে দেশে এ দিবসটি পালনের রীতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের সাড়ে বার কোটি সংগ্রামী মানুষের জীবনে মহান মে দিবসের বাণী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বিশেষতঃ একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে, আমাদের যে প্রস্তুতি আবশ্যক এবারের মহান মে দিবস সরকারী পর্যায়ে পালনের মাধ্যমে সে অঙ্গীকারকে বুকে ধারণ করতে হবে। শোষণ-বঞ্চনা রোধ করে, উৎপাদনের উপকরণ সমূহের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে, জাতিকে নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকের প্রতিযোগিতার বিশ্বে সনাতন ধ্যান ধারণাকে পুষে রাখলে চলবে না। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

এবারের মহান মে দিবস উদ্‌যাপন তাই নানা কারণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের দেশে দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে পরিবর্তন ঘটছে, বিশ্ব সমাজের সদস্য হিসেবে আমরাও তা থেকে বিচ্ছিন্ন নই। এখানেও ভাঙ্গা গড়ার পালা চলছে। এ অবস্থায় আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে নতুনের বিজয় কেতন উড়াবার। যে মেহনতি মানুষের শ্রমের মাধ্যমে নতুন পৃথিবী ও উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি, সেই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধন এবং শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে। এবারের মে দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ প্রত্যাশাই করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

এম, এ, মান্নান
মন্ত্রী
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

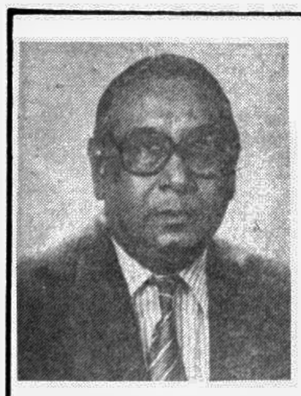

বাণী

আজ হতে ১১২ বছর আগে এই দিনে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, শ্রমিক শ্রেণীর সে অধিকার আজ স্বীকৃত। এ দিন শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির দিন। আমাদের দেশে এ দিনটিকে সরকারী পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার সম্বলিত যে আন্তর্জাতিক শ্রমমান আজ বিভিন্ন দেশে মেনে চলা হচ্ছে আমরাও তা থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই।

বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক শ্রমমান বাস্তবায়ন করে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সুসংহত করে, সহযোগিতা ও ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি করে, কর্মক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে, বিশেষতঃ পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, শিল্পোন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে প্রেক্ষাপটে এবারের মে দিবস নতুন তাৎপর্য বহন করছে। গতানুগতিকভাবে নয়, অর্থনীতির আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে এবারের মহান মে দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে। শ্রমিকদের আত্মত্যাগের ফলে তাদের মৌলিক অধিকার অর্জিত হলেও বর্তমান অবস্থায় সমসাময়িক বিশ্বের সাথে সমানতালে চলতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন শ্রমিক, মালিক ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

ভূমন্ডলায়নের কারণে মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। তাই আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের দেশে প্রচলিত শ্রম আইনগুলোকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হচ্ছে। সরকার এক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক।

এবারের মহান মে দিবসে দেশের মালিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে নতুন করে শপথ নিতে হবে উদ্যোগ, পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের নতুন ধারাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে।

এবারের মহান মে দিবসে মালিক শ্রেণী ও মেহনতি শ্রমিকের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে অভিনন্দন জানাই।

মুহম্মদ আহসান আলী সরকার
সচিব
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে পহেলা মে এক স্মরণীয় দিন। শ্রমের উপযুক্ত মূল্য এবং দৈনিক আট ঘন্টা শ্রমের দাবীতে ১৮৮৬ সালের এদিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের সংগ্রামী শ্রমিক সমাজ সৃষ্টি করেছিল আত্মত্যাগের এক অনন্য গৌরবগাথা। ফলে আদায় হয়েছিল শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সাথে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মহান মে দিবসের এদিনে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের জন্য যেমন অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন তেমনি জাতীয় জীবনে শ্রমের ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি লাভের দিন। পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শ্রমের মর্যাদা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। মেহনতি মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে বাংলাদেশ বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস, শিল্পায়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের আপামর জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন দ্রুততর হবে। সাধিত হবে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ। এজন্য প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ, শ্রমিক ও মালিকের সুসম্পর্ক, সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং নতুন প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনার সার্থক রূপায়ন। শিল্পক্ষেত্রে শ্রম-দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার স্বাক্ষর রেখে বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ জাতির উন্নয়নে এবং নিজেদের কল্যাণে ভবিষ্যতে আরো কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

জাতির কল্যাণে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য অটুট থাকুক এবং জাতীয় জীবনে তাঁদের ভূমিকা আরো বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ হোক– মহান মে দিবসে আমি এ প্রত্যাশা পোষণ করি।

মহান মে দিবস অমর হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়
শোষিত মানুষের একতার জয়

Courtesy :

Biman BANGLADESH AIRLINES